৩০-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিরন্তর অন্তরে বাবা বাবা নাম স্মরণ কর, এতে অপার খুশি অনুভব করবে । এ নাম মুখে বলার জন্য নয় । অন্তরে অবিরাম স্মরণ চলতে থাকলে সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ সমাপ্ত হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- অনেক বাচ্চা বলে - আমার মনে সংশয় ও নানা রকম ঝঞ্ঝাটে জড়িত থাকে। বাবা কোন্ শিক্ষা দ্বারা খুশিতে থাকার যুক্তি তাদের দিয়ে থাকেন ?

উত্তর :-- বাবা বলেন, বাচ্চারা -- এই শব্দটাই ভুল বলছ । আমার মনে সংশয় এটা বলাই মস্ত বড়ো ভুল । বাবার থেকে বুদ্ধি যোগ সরে গেলেই বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, মন উদাস হয়ে পড়ে । তাই বাবা যুক্তি দিয়ে বলছেন -- নিজের চার্ট রাখো । অন্তরে সবসময় বাবার নাম স্মরণ কর । প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসারে চললে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

গীত :-- বনমালী, তুমিই আমার বাঁচার আশ্রয় •••

ওম্ শান্তি । নিরাকার ভগবানুবাচ, নিরাকার বাচ্চাদের প্রতি । নিরাকার ভগবানুবাচ কার দ্বারা শোনাবেন? এই লোন করা শরীর (ব্রহ্মা) দ্বারা । বোঝানো হয়েছে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার কোনও শারীরিক নাম নেই, বাকি সব মানুষ যারা আছে তাদের শরীরের নামকরণ হয়, আর সেই নাম দ্বারা ডাকা হয় । এখানে নিরাকার বাবা নিরাকার বাচ্চাদের বলছেন -- এই শরীরকে ভুলে যাও । তোমরা আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে । এই মৃত্যুলোকে আর তোমাদের জন্ম নিতে হবে না । লৌকিক মা - বাবা শারীরিক সম্বন্ধ জুড়ে বলেন এ তোমার অমুক •••• আর পারলৌকিক বাবা বলেন , আমি নিরাকার যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তোমরাও নিরাকার আত্মা ; এই শরীরের আধার নিয়েছ । তোমাদের নিজেদের শরীর আছে, আমার এই শরীর ধার করা । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ কর । তোমরা আত্মাদের নিরাকার পিতা আমি । "বাবা -বাবা" বল। কখনও কখনও কোনও বাচ্চা বলে, আমার মন সংশয়ান্বিত হয়, খুশি থাকে না । আরে ! মন শব্দটি কেন বল ? বল -- বাবাকে কেন ভুলে যাই ! বাবা, যিনি আমাদের স্বর্গের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন তাঁকে আমরা কেন ভুলে যাই ? শরীরের ভান ছেড়ে দেহী-অভিমানী হও । বাবা বলেন, এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে । আমাকে স্মরণ কর । নিরাকার বাবা নিরাকার আত্মাদের বলছেন -- 'বাবা - বাবা' নাম জপ। ইনি একাধারে পিতা আবার মাতাও, কিন্তু গুপ্ত রূপে। বাবার সাথে মাকেও অবশ্যই প্রয়োজন । দুনিয়াতে কারও জানা নেই, বাবা এনার (ব্রহ্মা) মুখ বংশাবলী রচনা করেন, তবেই তাঁকে ফাদার বলা হয় । কিন্তু মা কোথায়? শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন সুতরাং ব্রহ্মা হলেন বড়ো মা । যেহেতু পুরুষ পালন করতে পারবেন না । জগত -অম্বা নিমিত্ত সামলানোর জন্য । ওঁনার ও মা আছে । এরা সবাই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । ওঁরাও বলে মাত-পিতা । বাবাই বসে এসব বোঝান । এ কোনও সাধু - সন্তের কর্ম নয় । বাবা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন । মায়া রূপী রাবণ নরক বানানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে । বাবা হলেন সুখদাতা , সুখ প্রদান করেন । মায়া দুঃখ দেয়। এটাই হলো সুখ দুঃখের খেলা আর সেটা ভারতের জন্য । ভারত হীরে তুল্য ছিল, এখন মূল্যহীন কড়ি হয়ে গেছে। ভারতেই পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল যার চিত্র আছে । লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজ্য ছিল

কিন্তু কবে স্থাপন হয়েছিল, তা কেউ জানেনা । কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয় । তোমরা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- ৫ হাজার বছর আগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিল । তারপর এই লক্ষ্মী - নারায়ণই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে রাজত্ব করে । সূর্য বংশে আটটি, তারপর চন্দ্র বংশে ১২ রাজপদে স্থলাভিষিক্ত হন । রাজবংশ আছে তাই না! যেমন মোগল রাজবংশ, শিখ বংশ ••••• বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, ৫ হাজার বছর আগে ভারতে একটাই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট ছিল, সেটাও বাবাই তৈরি করেন । ভারতবাসীও এটাই চায়। এখন তো রাজত্ব নেই, না আছে রাজা, না আছে রানী । এখন তো প্রজার উপর প্রজা রাজত্ব করছে, যা ক্ষণস্থায়ী ; এতে কোনও সুখ নেই । সময় যত অতিক্রম হচ্ছে ততই দুখের তীব্রতা বাড়ছে । ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সময় এতো দুঃখ ছিল না, সব কিছু কত সস্তা ছিল । এখন তো সবকিছুর মূল্য কত বেড়ে গেছে । খড়া, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে । মানুষ একফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করবে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা নিজেদের তন, মন , ধন ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবার্থে স্বহা (সমর্পণ) করেছ, বাবাকেও সহযোগ দিচ্ছ, তারপর বাবা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি হয়ে এক গভর্নমেন্ট এক রাজ্য স্থাপন করবেন । হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে । যার বিনাশের সাক্ষাত্কার হবে, সে এই চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে। তাই বাবা বসে বোঝান -- তোমরা নিজেকে আত্মা মনে কর । তোমরা বাবার বাচ্চা । বাবা বাবা করতে থাক । মনে সংশয়, খুশি নেই । এই 'মন' শব্দটি বের করে দাও । বাবাকে স্মরণ না করলে খুশি কিভাবে আসবে ? নিজেকে নিজের না জানার কারণেই দুঃখি হও । তুমি 'মন' শব্দটি কেন বল ? আরে ! তোমার বাবার কথা মনে পড়ে না, বাবাকে কি ভুলে যাও! লৌকিক বাবার জন্য কি কখনও বলেছ যে, তুমি তাকে মনে করতে পারছ না ! ছোট বাচ্চাদেরও শেখানো হয় - এরা তোমার মা - বাবা । এই বেহদের বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাব । শুধুই বাবার হতে হবে । বাবা বলেন, আমার মতানুসারে চল । বাবাকে তো পোতামেল দেখানো উচিত তাইনা ! বাবার তো নিজের বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল থাকে যে, তাঁর বাচ্চারা কতটা উপার্জন করছে । বাবাকে যখন বলবে, তখন তো বাবাও জানবে । বাবা তো ঝট করে বলেন, তোমাদের বৈকুন্ঠের মালিক বানাই। বাবা বলেন, আমি তো দাতা, তোমাদের দিতেই এসেছি । তোমরাও নিজেদের সব কিছু সফল করতে এসেছ, তাই ভবিষ্যতের জন্য এখনই তৈরি হতে হবে । যে যত সফলতা প্রাপ্তি করবে, সে তত বড়ো বৈকুন্ঠের বাদশাহী লাভ করবে । লেনদেনের হিসেব, বিনিময় প্রথার মতো । পুরানো সবকিছু নিয়ে নতুন দিয়ে থাকেন। এক হাতে দাও ,অন্য হাতে নাও । ইনি হলেন প্রথম শ্রেণীর গ্রাহক । কথায় বলেনা -- 'সকালের সাঁই' (সুবহ কা সাই) •••• বাবা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বের মালিক বানাতে আসেন । বাবা বলেন, এই ধন দৌলত সবকিছুই ধুলোয় মিশে যাবে, এসব ত্যাগ কর । দেহ সহ দেহের সব সম্পর্ককে ভুলে যাও । নিজেকে ট্রাস্টি মনে কর : যা কিছু আমার আছে সবই ঈশ্বরের দান । সবকিছুই তাঁর। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম তো করতেই হবে । বাবা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত হলে উপদেশ দিতেই থাকবেন । বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, বাবা মোটর (গাড়ি) নেব ? বাবা বলেন, আচ্ছা টাকা পয়সা থাকলে মোটর নাও । কেউ বলে বাবা বাড়ি তৈরি করব । বাবা বলেন, আচ্ছা তৈরি কর । উপদেশ বা পরামর্শ দিতেই থাকেন । অর্থ থাকলে বাড়ি বানাও, এরোপ্লেনে ঘোরো, সুখ ভোগ কর । বাচ্চাদেরই মত দেবেন তাইনা ! কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য বাবার কাছে পরামর্শ চায় । বাবা বলেন, যদি জ্ঞানে না চলতে পারে তবে বিবাহ দাও । ব্রহ্মা বাবা সবসময় সঠিক ডায়রেকশন দেবেন । যদি ভুল ডায়রেকশন দিয়ে থাকেন তবে তার জন্য রেসপনসিবিল হবেন শিববাবা । উনিতো আবার

ধর্মরাজ তাই না ! এটা কোনও সাধারণ সৎসঙ্গ নয় । ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি । বাবা পরামর্শ দেন বাচ্চারা স্বর্গের মালিক হও । শ্রীমতে চল, দেহী-অভিমানী হও । ওখানে নামও কতো সুন্দর হয়। বসরমল ইত্যাদি নাম ওখানে হয়না । ওখানে রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি নাম হয় । শ্রী টাইটেলও প্রাপ্তি হয়, কেননা শ্রেষ্ঠ হয় তাই না! এখানে তো কুকুর বিড়াল সবাইকে শ্রী শ্রী টাইটেল দিয়ে থাকে । বাবা বোঝান এ হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া । এখানে সবকিছুর বিনাশ ঘটবে । এখন তোমরা আমার শ্রীমতে চল । শ্রীমদ্ভগবত গীতাই হলো প্রধান, বাকি বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি অনেক আছে । বাবা এসে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় -- তিন ধর্মের স্থাপন করেন । তারপর ইব্রাহিম এসে নিজ ধর্ম স্থাপন করে । যেমন ওদের শাস্ত্র অমুক । আচ্ছা, বেদ কোন ধর্মের শাস্ত্র ? কিছুই জানেনা । বেদ কোনও সন্ন্যাস ধর্মের শাস্ত্র নয় । যদি বেদ শাস্ত্র হয় তবে সেটাই পড়ুক, গীতা কেন উঠায় ? খ্রীষ্টানরা চালাক, ওরা অন্য ধর্মের শাস্ত্র কখনও গ্রহণ করবে না । ভারতীয়রা সবাইকে গুরু বানায় । বাবা বুঝিয়েছেন -- যখন ৪-৫ জন একত্রে আসবে, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝানো উচিত । যেমন পাকিস্তানে তোমরা আলাদা আলাদা ভাবে বসতে । আলাদা করে বোঝালে প্রত্যেকের নাড়ী (পাল্স) উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে । ফর্ম পূর্ণ করতে হবে, কেননা প্রত্যেকের ভিন্ন -ভিন্ন রোগ । সার্জেন এক -এক করে রুগী ডেকে পাল্স দেখে তবেই ওষুধ দেন । প্রথমে নিশ্চয় করতে হবে যে, আমি আত্মা । আত্মাই শোনে, আত্মাই পতিত হয় । আত্মাকে নির্লেপ বলা -- এটা সর্বৈব মিথ্যে কথা । আত্মা যেমন কর্ম করে, তদানুসারে তার ফল ভোগ করে । বলাও হয়ে থাকে - কর্মই এমন করেছে ••• এখন বাবা আমাদের এমন কর্মই শেখাচ্ছেন যার ফলে আমরা ২১ জন্মের জন্য সুখ ভোগ করব । কর্মের ফল তো আছে তাই না! সত্য যুগে তো কর্ম অকর্ম হয়ে যায়, বিকর্ম কিছুই হয়না । বিকর্ম করায় যে, সেই মায়াই সেখানে থাকেনা । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে যখন নিশ্চয়ই তোমরা বর্সা পাবে । কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে । জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার উপর । গঙ্গা স্নান বা জপ তপ ইত্যাদি করলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না । বিকর্ম বিনাশ হয় যোগ অগ্নিতে । অন্তিমে সবার হিসেব নিকেশ চুক্ত হবে নম্বরানুসারে । হিসেব নিকেশ না মেটালে সাজা খেতে হবে, আর মেটাতে হবে বাবাকে স্মরণের মাধ্যমে । স্মরণ না করার কারণেই আত্মার মধ্যে সংশয় দেখা দেয় । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ না করলে মায়া আঘাত হানবে । যতটুকু সম্ভব স্মরণ কর, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণ করলে তোমরা পাশ করবে (সফলতা প্রাপ্তি) । চার্ট রাখ। তুফান তখনই আসে যখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো না । গীত আছে -- সিমর সিমর সুখ পাও । অর্থাত্ প্রতি মুহূর্ত তাঁকে স্মরণে আন্তরিক সুখানুভূতি । রাম-রাম বা শিব শিব করে মুখে বলার প্রয়োজন নেই । মনে মনে স্মরণেই তোমাদের দুঃখ - ক্লেশ সব সমাপ্ত হয়ে যাবে । তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে । পরিষ্কার কথা - বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এসে থাপ্পড় লাগাবে । বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারেই থাক কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে বাবার পরামর্শ গ্রহণ কর, কোথাও না পাপ কর্ম কিছু হয়ে যায় । কন্যা জ্ঞানে না আসলে তাকে বাবার পরিচয় দিয়ে জ্ঞানে নিয়ে আসতে হবে । বাচ্চা যদি পবিত্র না থাকে নিজের উপার্জন করতে পারে, বিবাহ করতে পারে । কেউ কেউ পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দেয় । সম্পূর্ণ খবর বাবাকে জানাতে হবে । যারা সম্পূর্ণ খবর জানায় না তাদের বলে সৌতেলা (বৈমাত্রেয়), মাতেলা (প্রকৃত সন্তান) নিশ্চয়ই বাবাকে সব জানাবে । বাবাকে সব খবর না দিলে বাবা কিভাবে জানবেন । এখানে তোমাদের চেহারা হাসিখুশি, উৎফুল্ল থাকলে ওখানেও তোমাদের চেহারা খুশিতে ভরপুর থাকবে । বিরলা মন্দিরে লক্ষ্মী -নারায়ণের কতো চমত্কার চিত্র আছে, কিন্তু জানেনা এরা কবে এসেছিল? এখন ভারতের ঐ রাজ্য কোথায় ? তোমরা গিয়ে বোঝাতে পার, প্রথমে ছিল সতোপ্রধান

অব্যভিচারী ভক্তি, তারপর ব্যভিচারী, রজো, তমোপ্রধান ভক্তি শুরু হয় । প্রথমে পরমাত্মাকে বেঅন্ত (অসীম, শেষ নেই যার) বলা হত, এখন বলে সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর । একেই বলে তমো বুদ্ধি । তোমাদের এমন বলা উচিত নয় যে, আমার মন বসছে না । এ তুমি কি বলছ ! বাবাকে ভুলে গেলেই এমন অবস্থা হয়। বাবাকে স্মরণ করলেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে । বাবাকে স্মরণ করলে অনেক বড়ো উপার্জন হয় । সারা রাত বাবাকে স্মরণ কর । নিদ্রাজীত হয়ে ওঠো । গীতও গেয়ে এসেছ -- সমর্পিত হব । এখন বাবা বলছেন -- আমি এসেছি, এখন তো মামেকম স্মরণ কর । আমি আত্মার পিতা উনি, ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে । এই শরীরের প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে । নষ্টমোহ হয়ে বুদ্ধিযোগ একজনের সাথে যুক্ত করলেই পাক্কা হয়ে যাবে। আমাকে এখন নতুন ঘরে যেতে হবে, পুরানো ঘরের প্রতি কি মমত্ব রাখব ! নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ি থেকে মন সরে যায় । বাবা বলেন, দেহ সহ সবকিছুই পুরানো হয়ে গেছে । এখন বাবা আর বর্সাকে স্মরণ কর । এই শিক্ষা গ্রহণ করেই আমরা সত্য যুগে প্রিন্স প্রিন্সেস হব । বাবা সেকেন্ডে প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে থাকেন । এ হলো প্রিন্স -প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ । প্রিন্স - প্রিন্সেসদের কলেজ নয়। এখানেই তৈরি হতে হবে । প্রিন্স হওয়ার পরে রাজা তো নিশ্চয়ই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য নিজের তন, মন, ধন সব সমর্পণ করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে বাবার সহযোগী হতে হবে ।

২) সবসময় উৎফুল্ল, খুশিতে থাকতে হবে । কোনও কথায় সংশয় বা মুষড়ে পড়া উচিত নয় । বাবার স্মরণেই সব দুঃখ - ক্লেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- নিজের আচার - আচরণ আর চেহারা দ্বারা সেবা করতে সমর্থ নিরন্তর যোগী নিরন্তর সেবাধারী হও

সবসময় এটাই স্মৃতিতে রাখতে হবে যে, কোটির মধ্যে কিছু আত্মাই বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁকে গ্রহণ করবে আর এই খুশিতে থাকলেই, তোমাদের চেহারা চলতে ফিরতে এক সেবাকেন্দ্র হয়ে যাবে । তোমার হাসিখুশী চেহারা দ্বারা সবাই বাবার পরিচয় পেতে থাকবে । বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে এমনই যোগ্য মনে করেন । সুতরাং চলতে ফিরতে, খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের চলন আর চেহারা দ্বারা বাবার পরিচয় দেওয়ার সেবা করলে সহজেই নিরন্তর যোগী আর নিরন্তর সেবাধারী হয়ে উঠবে ।

স্লোগান :-- যে অঙ্গদের মতো সদা অচল অটল একরস স্থিতিতে থাকে, তাকে মায়া রূপী শত্রু কখনও টলাতে পারেনা।